বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের বিষয়ে কমিশন আদেশ

বিইআরসি আদেশ # ২০১৫/০১

তারিখ ঃ ২৭ আগস্ট ২০১৫

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)
১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
বাংলাদেশ

www.berc.org.bd

আদেশ সূচী

অনুচ্ছেদ	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
১	আবেদনের সার-সংক্ষেপ	১
২	আবেদন প্রক্রিয়াকরণ	১-২
৩	গণশুনানি	২-৫
৪	কমিশনের পর্যালোচনা ও বিবেচনা	৫-৯
৫	রাজস্ব চাহিদা (Revenue Requirement)	৯-১১
৬	কমিশনের আদেশ	১১
৭	কমিশনের নির্দেশনাবলী	১১-১৩
পরিশিষ্ট -'ক'	পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি	১৪-১৫

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
বিইআরসি আদেশ # ২০১৫/০১
তারিখ ঃ ২৭ আগস্ট ২০১৫

বিষয় ঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) কর্তৃক বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪ (৬) অনুসারে বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাবসম্বলিত ০২ অক্টোবর ২০১৪ তারিখের আবেদনের ওপর কমিশন আদেশ।

অনুচ্ছেদ - ১ ঃ আবেদনের সার-সংক্ষেপ

কমিশনের লাইসেন্সী বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) ০২ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে বিদ্যুতের বিদ্যমান পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার গড়ে ১৮.১২% বৃদ্ধির জন্য কমিশনে আবেদন করে। উক্ত আবেদনে বিউবো বিদ্যুতের বাল্ক মূল্যহার বৃদ্ধির দাবীর সপক্ষে গ্যাসের সরবরাহজনিত ঘাটতির কারণে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাওয়া, তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে সার্বিক উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, বাল্ক পর্যায়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যয় ইউনিটপ্রতি ৬.৫৪ টাকার বিপরীতে বিদ্যুতের বিদ্যমান গড় বাল্ক মূল্যহার ইউনিট প্রতি ৪.৬৭ টাকা হওয়ায় ইউনিটপ্রতি ঘাটতি ১.৮৭ টাকা এবং সে মোতাবেক বছরে ট্যারিফজনিত মোট ঘাটতি ৭,৫৬০ কোটি টাকা মর্মে উল্লেখ করে।

অনুচ্ছেদ - ২ ঃ আবেদন প্রক্রিয়াকরণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিউবো এর ০২ অক্টোবর ২০১৪ তারিখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণের লক্ষ্যে কমিশন আইনের ধারা ৩৪(৪) অনুযায়ী অন্বেষণ, বিচার-বিশ্লেষণ ও এ বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের শুনানি গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করে। অনুসৃত পদক্ষেপের অংশ হিসেবে বিউবো এর আবেদনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক গঠিত কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি কাজ শুরু করে। বিউবো এর নিকট থেকে ঘাটতি কাগজপত্র ও তথ্যাদি প্রাপ্তির পর কমিশন অনুসৃত নিয়ম অনুসারে কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির পর্যালোচনা ও সুপারিশের ভিত্তিতে প্রস্তাবটি ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৩তম বিশেষ কমিশন সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং উক্ত সভায় বিউবো এর আবেদনটি আমলে নিয়ে ২০ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় এবিষয়ে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর অডিটোরিয়ামে গণশুনানির দিন, সময় ও স্থান ধার্য করা হয়।

কমিশনের ওয়েবসাইটে এবং কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিউবো কর্তৃক দাখিলকৃত পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব বিষয়ে অনুষ্ঠেয় গণশুনানির তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে স্মারক নং-বিইআরসি/ট্যারিফ/বিএসটি-০৫/৪০০৬, তারিখ ২৩ ডিসেম্বর

২০১৪ এর মাধ্যমে গণশুনানি অনুষ্ঠানের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে নোটিশ প্রদান করা হয়। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তি এবং নোটিশে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্ধারিত গণশুনানিতে অংশগ্রহণের নিমিত্ত ১৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের মধ্যে নাম তালিকাভুক্তি ও শুনানি-পূর্ব লিখিত মতামত কমিশনে প্রেরণের অনুরোধ করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জেরা পর্বে অংশগ্রহণের জন্য কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)/বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)/নাগরিক ঐক্য, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পাটি (ন্যাপ), গণতন্ত্রী পার্টি, বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্সন ওনার্স এসোসিয়েশন ও কমিশনের কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি এবং বিবৃতি পর্বে অংশগ্রহণের জন্য এফবিসিসিআই, এমসিসিআই, ডিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিটিএমএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন সম্মানিত অধ্যাপক, পেট্রোবাংলা, বাপবিবো, ওজোপাডিকো, ডেসকো, বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড (বিএসআরএম), ড. এম এম আকাশ, জনাব ড. এম নুরুল ইসলাম, ও জনাব মোঃ আলী আজিম কমিশনে নাম তালিকাভুক্ত করেন। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (সম্মিলিতভাবে) এবং ক্যাব শুনানি-পূর্ববর্তী লিখিত মতামত কমিশনে প্রেরণ করে।

অনুচ্ছেদ - ৩ ঃ গণশুনানি

২০ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় কমিশন আইনের ধারা ১২(৩) অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব এ আর খান এর সভাপতিত্বে টিসিবি এর অডিটোরিয়ামে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের সদস্য ড. সেলিম মাহমুদ, প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন, জনাব মোঃ মাকসুদুল হক এবং জনাব রহমান মুরশেদ শুনানি পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। কমিশনের সকল সদস্যের উপস্থিতিতে আইনের ধারা ১২(৪) মোতাবেক শুনানি অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কোরাম পূর্ণ হয়।

শুনানির প্রারম্ভে সূচনা বক্তব্যে কমিশনের চেয়ারম্যান শুনানিতে উপস্থিত হওয়া ও অংশগ্রহণ করায় সকলকে কমিশনের পক্ষ হতে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং একই সাথে শুনানি অনুষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পালনীয় নিয়মাবলী সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করেন। শুনানির নিয়মাবলী সকলের অবগতির জন্য উল্লেখ করে অংশগ্রহণকারী সকলকে শুনানির সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখতে সংযত বক্তব্য, শালীন ভাষা ব্যবহার, ব্যক্তিগত আক্রমণ পরিহার এবং বক্তব্য পুনর্ব্যক্ত করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করেন। শুনানিতে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ অক্ষুন্ন রেখে আইন-কানুনকে প্রাধান্য দিয়ে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন ও প্রস্তাবের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা অথবা প্রমাণাদি দিয়ে যুক্তি খণ্ডনের বিষয়ে প্রাধান্য দেয়ায় প্রতি সকলকে অনুরোধ করেন।

শুনানির নিয়ম অনুসারে কমিশনের চেয়ারম্যান বিদ্যুতের বাল্ক মূল্যহার বৃদ্ধির আবেদনের যৌক্তিকতা শুনানিতে তুলে ধরার জন্য বিউবো-কে অনুরোধ জানান। শুনানিতে উপস্থিত বিউবো এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পক্ষে বিউবো এর প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও ডিজাইন) জনাব মিজানুর রহমান বিউবো এর প্রস্তাবের পক্ষের স্পোকপারস্ন/সাক্ষীগণ-কে পরিচয় করিয়ে দেন এবং প্রস্তাবটি সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি বাস্তবতার নিরিখে চাহিদানুসারে ভবিষ্যতের এনার্জি সরবরাহ মেটাতে পরিকল্পিত কর্মসূচী বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন এবং বিদ্যুৎখাতের বর্তমান অবস্থা সকলের অবগতির জন্য তুলে ধরেন। তিনি বিভিন্ন জ্বালানীভিত্তিক বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্যাপাসিটি ব্যাখ্যা করেন এবং উল্লেখ করেন যে, তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। তিনি জানান যে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ফার্নেস অয়েল এবং ডিজেল ভিত্তিক প্ল্যান্ট যথাক্রমে গড়ে ৩৮% ও ২৪% প্ল্যান্ট ফ্যাক্টরে চালানো হয়েছে। ফার্নেস অয়েল এবং ডিজেল ভিত্তিক

প্ল্যান্টের ফুয়েল কস্ট বেশী বলে সরবরাহ ব্যয় বেড়েছে, অপরদিকে কম মূল্যের গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি না পাওয়ায় তরল জ্বালানী চালিত প্ল্যান্টসমূহের প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর বৃদ্ধি পেয়েছে। বিউবো বিভিন্ন ফুয়েল টাইপ অনুসারে ইউনিটপ্রতি জেনারেশন ব্যয়, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বিদ্যুৎ ক্রয়জনিত বর্ধিত মূল্য পরিশোধের পরিমাণ, ইত্যাদি তুলে ধরে বছরে চার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি বিবেচনায় বাল্ক পর্যায়ে বিদ্যুতের উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যয়ের ঘাটতি কমাতে ১৮.১২% হারে বিদ্যুতের বাল্ক মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব করে। বিউবো উল্লেখ করে যে, জ্বালানী তেলের আন্তর্জাতিক বাজার খুবই অস্থির। এ প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানী তেলের মূল্য কম হলেও বিউবো এর জন্য বিপিসি কর্তৃক তেলের মূল্য অপরিবর্তিত রাখার ফলে বিউবো-কে টিকে থাকতে ও আগামী দিনের চাহিদা মেটানোর সক্ষমতা অর্জন করে সিঙ্গেল বায়ার হিসেবে সরবরাহ বজায় রাখতে এ প্রস্তাব করা হয়েছে মর্মে বিউবো জানায়।

ক্যাব প্রতিনিধি তাঁর উপস্থাপনায় আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য ক্রমান্বয়ে কমে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত জ্বালানী মূল্য সমন্বয় করা হলে বিপিসি এর মত বিউবো লাভজনক হবে বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন বিউবো এর প্রস্তাবে তেল ভিত্তিক প্ল্যান্টসমূহ কত প্ল্যান্ট ফ্যাক্টরে চলছে তার কোন তথ্য নেই। তিনি আরও বলেন যে, গ্যাস স্বল্পতার কারণে ৭৬৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্ট বন্ধ রেখে রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল প্ল্যান্টের মেয়াদ বাড়িয়ে বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধির কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, চট্টগ্রামে গ্যাসের লাইনের অক্ষমতা ও গ্যাস বণ্টন নীতিমালার সমস্যা দেখিয়ে শিকলবাহা প্ল্যান্টে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রেখে মালঞ্চের প্ল্যান্টকে গ্যাস দিয়ে তা থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিউবো-কে অধিক দামে কিনতে হচ্ছে, এতে করে স্বল্প ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না। তরল জ্বালানীর মূল্য হ্রাসের সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় সমন্বয় হলে, মেরিট অর্ডারে প্ল্যান্টসমূহ পরিচালনা করা গেলে, কমিশন নির্দেশিত স্বল্পতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হতো এবং তা হলে বিদ্যুৎ খাত লাভে যেতো ও মূল্যহার বৃদ্ধির প্রয়োজনও হতো না। এছাড়াও তিনি সামিট পাওয়ারের মালিকাধীন দ্বৈত জ্বালানী (গ্যাস/ফার্নেস অয়েল) ভিত্তিক মেঘনাঘাট ৩৩৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন প্ল্যান্টের চুক্তির ফার্নেস অয়েল এর পরিবর্তে ডিজেল দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে এবং তদনুযায়ী বিল নিচ্ছে উল্লেখ করে বলেন এতে ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১২ এ প্রদত্ত বাল্ক মূল্যহার বৃদ্ধির আদেশে ২০% জেনারেশন বৃদ্ধি বিবেচনা করে বাল্ক ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু জেনারেশন বৃদ্ধি হয়েছে ১০% এর কম। এতে সাশ্রয় হয়েছে প্রায় চার হাজার পাঁচশত কোটি টাকা। ঐ সাশ্রয় সমন্বয় হলে ট্যারিফ বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে না। এছাড়াও এ সময়ে মূল্যহার বৃদ্ধি দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করবে বলে বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি না করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন যে, তেল দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে উৎপাদিত বিদ্যুতের মূল্যহার যেমন বাড়বে তেমনি তেলের মূল্য কমলে বিদ্যুতের মূল্যহার কমবে এটাই স্বাভাবিক। তেলের মূল্য না কমালে লাভ থাকবে, এক্ষেত্রে লাভ কার কাছে যাবে সেটাই প্রশ্ন মর্মে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন সরকারের ভর্তুকি প্রদানের সক্ষমতা আছে। বিউবো সরকারের ভর্তুকি কমানোর প্রস্তাব করছে জনগণের দুর্ভোগ বাড়ানোর জন্য। তিনি ভর্তুকির পরিমাণ হ্রাস না করা এবং বিদ্যুতের মূল্যহার না বাড়ানোর আহ্বান জানান।

শুনানির এ পর্যায়ে কমিশনের কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। কমিটি পূর্ববর্তী বছরসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে উৎপাদনে আসা প্ল্যান্টসমূহের বিদ্যুৎ উৎপাদন, ইত্যাদি বিবেচনা করে নীট জেনারেশনের পরিমাণ প্রাক্কলন করেছে ৪৪,৩৪৫.১৬ মিলিয়ন কি.ও.ঘ., যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রকৃত নীট জেনারেশন থেকে ১০.২৭% বেশী। কমিটি ফার্নেস অয়েল চালিত প্ল্যান্টের গড় প্ল্যান্ট

ফ্যাক্টর ৩২% বিবেচনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিউবো এর নিজস্ব জ্বালানী ব্যয় ৪১,৭৫৩.৪৬ মিলিয়ন টাকা, জনবল, দপ্তর ও অন্যান্য এবং সাধারণ ও প্রশাসনিক ব্যয় খাতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের নিরীক্ষিত ব্যয়ের চেয়ে ৬% অধিক, পুনর্মূল্যায়িত সম্পদের ওপর ধার্যকৃত অবচয় বাবদ ১,১১৩ মিলিয়ন টাকা বাদ দিয়ে এবং ৮২০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্টের ওপর ৩.২% হারে অবচয় বিবেচনা করে অবচয় খাতে ৬,৮০৭.৭৪ মিলিয়ন টাকা, ফাইন্যান্সিং ও অন্যান্য চার্জ ১,২৯১.৫৪ মিলিয়ন টাকা এবং এক্সচেঞ্জ রেট ফ্লাকচুয়েশন খাতে -৬৬.৮৫ মিলিয়ন টাকা ব্যয় বিবেচনা করে। কমিটি ফার্নেস অয়েল চালিত প্ল্যান্টের গড় প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর ৩২%, যে সকল বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্ট সরাসরি তেল (ফার্নেস অয়েল) আমদানি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেসকল প্ল্যান্টে জানুয়ারি'১৫ থেকে জুন'১৫ পর্যন্ত সময়ে ব্যবহারতব্য ফার্নেস অয়েলের মূল্য ৪০ টাকা লিটার বিবেচনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পাবলিক প্ল্যান্ট, আইপিপি, এসআইপিপি, রেন্টাল এবং ক্যুইক রেন্টাল থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ ব্যয় প্রাক্কলন করে যথাক্রমে ২৪,৯৩৭.২৯, ৫৬,৭৪১.১৯, ১,৫১৭.৭৪, ১৮,৪৮৮.৪০ এবং ৬৬,৬৮১.৫০ মিলিয়ন টাকা। ভারত থেকে আমদানিকৃত বিদ্যুতের ইউনিটপ্রতি ব্যয় যাচাই বছরের অনুরূপ অর্থাৎ ৫.০৬ টাকা/কি.ও.ঘ. হিসেবে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের এখাতে কমিটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭,৫২৯.৩৩ মিলিয়ন টাকা। কমিটির পর্যালোচনায় বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড ১০,৯৪৩.১৩ মিলিয়ন টাকা বিবেচনায় কোনো রেট অব রিটার্ণ ব্যতিরেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিউবো এর মোট রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট দাঁড়ায় ২,৫৫,১৭৯.১৪ মিলিয়ন টাকা। কমিটি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সরকার কর্তৃক বিউবো-কে ৪০,০০০ মিলিয়ন টাকা ভর্তুকি প্রদান বিবেচনা করে বিউবো এর বর্তমান গড় বাল্ক ট্যারিফ ৫.১৬% বা ০.২৪ টাকা/কি.ও.ঘ. বৃদ্ধির সুপারিশ করে।

শুনানির বিবৃতি পর্বে বিজিএমইএ এর প্রতিনিধি বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব বিরোধিতা করে উল্লেখ করেন যে গার্মেন্টস সেক্টর দেশের ৮১% রপ্তানি আয়ের যোগান দেয় এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরে যার পরিমাণ ২৫ বিলিয়ন ডলার। বিশ্বে প্রতিযোগিতা বাড়ছে, রপ্তানি বাজার মন্দা, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য কম হওয়ায় বিদ্যুতের মূল্যহার না কমে বৃদ্ধি হলে গার্মেন্টস সেক্টরে সংকট আরও ঘনীভূত হবে। সম্প্রতি শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখন আবার বিদ্যুতের মূল্যহার বাড়লে তার সংস্থান করা অসুবিধা হবে এবং এ বৃদ্ধির কোনো যৌক্তিকতা নেই।

জনাব জোনায়েদ সাকি তার বক্তব্যে বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি না করে ভর্তুকি বিষয়ে স্বচ্ছতা আনয়নের ওপর জোর দেন। গতবার বিদ্যুতের বাল্ক মূল্যহার বৃদ্ধির ব্যয় বিশ্লেষণে ফুয়েলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে পরিমাণ ধরা হয়েছিল সেভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন না হওয়ায় আনুপাতিক হারে বিদ্যুতের মূল্যহার কম হওয়া প্রয়োজন। যেখানে তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি হচ্ছে না সেখানে বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি হলে তাদের আর্থিক অবস্থা সংকটাপন্ন হবে। বিদ্যুৎ সহজলভ্য হলে উৎপাদন বাড়বে, বাজার বৃদ্ধি হবে ফলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে উল্লেখ করে বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অধ্যাপক ইয়াসিন আলী এমপি তার বক্তব্যে তেলের মূল্য কমায় বিদ্যুৎ এর মূল্যহার বৃদ্ধি না করার জন্য মতামত রাখেন। ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি না করার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। তিনি ব্যবস্থাপনা উন্নতি, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, সিস্টেম লস কমিয়ে বিদ্যুতের মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখতে বলেন। নচেৎ শিল্প, কৃষি ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্পে বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধির বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। চাকুরীর সংস্থান আরও সংকুচিত হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তাৎক্ষণিকভাবে, বিউবো এবং কমিশনের পক্ষ থেকে শুনানিতে উপস্থাপিত প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়।

যানবাহনের প্রতিকূল অবস্থায় শুনানিতে এসে আলোচনায় অংশগ্রহণ করায় কমিশনের চেয়ারম্যান সকল অংশগ্রহণকারীকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি আশা ব্যক্ত করেন যে আগামীতেও এ প্রয়াস বজায় রেখে কমিশনের এ উদ্যোগকে আরও সমৃদ্ধ করতে কমিশন সকলের একান্ত সহযোগিতা পাবে। সেসাথে সকল বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী এবং বিউবোসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের লিখিত মতামত পরবর্তী ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে কমিশনে প্রেরণের অনুরোধসহ সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে শুনানি সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিউবো শুনানি-পরবর্তী মতামত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য সংশোধিত নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৪৪,৬৪৯ মিলিয়ন ইউনিট (যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ১০.৮০% বেশী), বিউবো এর ফার্নেস অয়েল ভিত্তিক নিজস্ব প্ল্যান্টসমূহের গড় প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর ৩৩% ও বিপিসি এর জ্বালানী মূল্য বিবেচনায় বিউবো এর নিজস্ব জ্বালানী খরচ ৪৩,৯৩৭ মিলিয়ন টাকা, নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড (নওপাজেকো) এর ডিজেল চালিত ইউনিটের প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর গড়ে ৪২%, বেসরকারি খাতে ফার্নেস অয়েল চালিত প্ল্যান্টসমূহের প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর গড়ে ৪২%, নিজস্ব ব্যবস্থায় ফার্নেস অয়েল আমদানিকৃত ৬টি প্ল্যান্টের তেলের মূল্য লিটার প্রতি ৪২.৫০ টাকা, কমিশনের অনুসৃত পদ্ধতি অনুসারে পুণর্মূল্যায়িত সম্পদের ওপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত অবচয় ১,১১৩.০০ মিলিয়ন টাকা বাদ দিয়ে উক্ত খাতে অবশিষ্ট ৮,৫৩৮.৫০ মিলিয়ন টাকা, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ভারত থেকে আমদানিকৃত বিদ্যুতের গড় মূল্য ৫.৭০/কি.ও.ঘ. বিবেচনাসহ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সরকারি বাজেটারি সাপোর্টের ওপর সুদ হিসেবে ৮,১৫০.০০ মিলিয়ন টাকা উৎপাদন ব্যয় অথবা অন্য কোনোভাবে সহায়তা হিসেবে বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেছে।

শুনানি-পরবর্তী মতামতে ক্যাব বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখার আবেদন জানায়। সেসাথে ক্যাব পাইকারি বিদ্যুতের বিগত মূল্যহার বৃদ্ধির কারণে সাশ্রয়কৃত অর্থ অথবা জ্বালানী তেলের মুনাফা থেকে বিউবো এর রাজস্ব চাহিদা পূরণে ঘাটতি অর্থের আংশিক বা সম্পূর্ণ অর্থ সমন্বয়, সামিট পাওয়ারের সাথে বিউবো এর সম্পাদিত বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি পরিবর্তন এবং ব্যক্তি খাতে আমদানিকৃত জ্বালানী তেলের বিল মাত্রাতিরিক্ত মূল্যহারে পরিশোধ বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য একটি কারিগরি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন, অর্ডার অব মেরিটে প্ল্যান্টসমূহকে উৎপাদনে আনা, উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানীর সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নসহ কতিপয় বিষয়ে আদেশ/নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করেছে।

অনুচ্ছেদ - ৪ কমিশনের পর্যালোচনা ও বিবেচনা

৪.১ কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রদানে বিলম্ব ঃ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০০৮ মোতাবেক আগ্রহী পক্ষগণকে শুনানি দেওয়ার পর ট্যারিফ প্রস্তাবসহ সকল তথ্যাদি প্রাপ্তির ৯০ (নব্বই) কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রদানের নির্দেশনা আছে। তবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের শুনানি পরবর্তী মতামত, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য ক্রমাগত হ্রাসের প্রতিক্রিয়া এবং শুনানিতে উঠে আসা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আনুসঙ্গিক তথ্য ও মতামত প্রাপ্তিতে এবং প্রাপ্ত মতামত ও তথ্য বিশ্লেষণে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। তাই বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রদানে কিছুটা বিলম্ব হয়, যা অনিবার্য ছিল বলে কমিশন মনে করে।

৪.২ সেপ্টেম্বর ২০১২ এ প্রদত্ত পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ আদেশে বিবেচিত ২০% জেনারেশন বৃদ্ধির বিপরীতে প্রকৃত বৃদ্ধি ১০% এর কম হওয়ায় সাশ্রয়কৃত টাকা সমন্বয় ঃ

ক্যাবের প্রতিনিধি শুনানিতে এবং শুনানি-পূর্ব লিখিত বক্তব্যে জানান যে, সেপ্টেম্বর ২০১২ এ জারীকৃত আদেশে ২০১১-১২ অর্থবছরের তুলনায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২০% জেনারেশন বৃদ্ধি বিবেচনা করে পাইকারি (বাল্ক) ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়েছিল, কিন্তু ঐ সময়ে প্রকৃত জেনারেশন বৃদ্ধি হয়েছে ১০% এর কম। ক্যাব দাবী করে এর ফলে বিউবো এর ৪৫,০০০ মিলিয়ন টাকা সাশ্রয় হয়েছে, যা সমন্বয় হওয়া প্রয়োজন। ক্যাব এর শুনানি-পরবর্তী লিখিত মতামতে এ সাশ্রয়কৃত অর্থ প্রায় ১৭,০০০ মিলিয়ন টাকা উল্লেখ করে তা সমন্বয়ের দাবী জানানো হয়েছে। তবে বিউবো এর অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত সাশ্রয়কৃত অর্থের পরিমাণ ১৫,৯২২.৪৭ মিলিয়ন টাকা।

পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় যে, ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিউবো এর নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি ইউনিটপ্রতি উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি মূলতঃ তরল জ্বালানীভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিজনিত কারণে হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিউবো এর বাল্ক ট্যারিফ বৃদ্ধি পায়নি। ঐ সময়ে বিউবো এর ঘাটতি ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই সাশ্রয়কৃত অর্থ এখন আর সমন্বয় করার যৌক্তিকতা নেই।

৪.৩ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন ঃ

বিউবো ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ১২.৪১% নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন (ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানিসহ) বৃদ্ধি বিবেচনা করে পাইকারি মূল্যহার নির্ধারণের প্রস্তাব করেছে। কমিশনের কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি পূর্ববর্তী অর্থবছরসমূহের নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের বৃদ্ধির ধারা বিবেচনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরের নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন (ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানিসহ) ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ১০.২৭% অধিক বিবেচনা করতঃ মূল্যায়ন প্রতিবেদন পেশ করে। বিউবো শুনানি-পরবর্তী লিখিত মতামতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১০.৮০% বৃদ্ধি করে ৪৪,৬৪৯ মিলিয়ন কি.ও.ঘ. বিবেচনা করার অনুরোধ করেছে। উল্লেখ্য যে, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৯.২৪% ও ১০.৪৫%।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে বিগত অর্থবছরসমূহের নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির হার, জুলাই'১৪ থেকে ডিসেম্বর'১৪ পর্যন্ত সময়ের প্রকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন, নতুন পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, Economic Load Despatch/Merit Order Load Despatch Principle, ইত্যাদি বিবেচনা করে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিউবো এর নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ (ভারত থেকে ৩,২৯২.৮৩ মিলিয়ন কি.ও.ঘ. বিদ্যুৎ আমদানিসহ) ৪৪,৫৫৬.৪৮ মিলিয়ন কি.ও.ঘ. বিবেচনা করা যেতে পারে বলে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ১০.৫৭% এবং তরল জ্বালানিভিত্তিক পাওয়ার প্ল্যান্টের গড় প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর প্রায় ৩৫%। তবে বাস্তবায়নে কিছুটা পার্থক্য হওয়াটা স্বাভাবিক।

৪.৪ আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যহ্রাস ঃ

শুনানিতে ভোক্তা প্রতিনিধিগণ আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যহ্রাসের বিষয়ে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক উল্লেখ করেন যে, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে অর্ধেকেরও নীচে নেমে গেছে। এ অবস্থায় দেশে তেলের বিদ্যমান মূল্য (ফার্নেস অয়েল ৬০ টাকা/লিটার এবং ডিজেল ৬৮ টাকা/লিটার) আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে হ্রাস করলে বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহার বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে না, অধিকন্তু এতে বিউবো এর লাভ হবে। এছাড়াও বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধিরও প্রয়োজন হবে না।

বিউবো শুনানিতে জানায় যে, যেহেতু দেশে তেলের মূল্য এখনও হ্রাস করা হয়নি, সেহেতু বিদ্যমান মূল্য বিবেচনা করাই যুক্তিসঙ্গত। কমিশনও মনে করে, দেশে তেলের মূল্য কমানো হয়নি বিধায় তেলের বিদ্যমান মূল্য বিবেচনা করাই যুক্তিযুক্ত। তবে বেসরকারি কয়েকটি পাওয়ার প্ল্যান্ট কর্তৃক সরাসরি আমদানিকৃত তেল (ফার্নেস অয়েল) দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফার্নেস অয়েলের হ্রাসকৃত মূল্য বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত। এ প্রেক্ষাপটে কমিশন, আন্তর্জাতিক বাজারে ফার্নেস অয়েলের মূল্যের নিম্নগামী প্রবণতা বিবেচনা করে সরাসরি আমদানিকৃত ফার্নেস অয়েল দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী বেসরকারি প্ল্যান্টসমূহে ব্যবহৃত ফার্নেস অয়েলের হ্রাসকৃত মূল্য বিবেচনা করে জ্বালানী ব্যয় (fuel cost) নিরূপণ করার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছে।

সরাসরি তেল আমদানি করে বিদ্যুৎ উৎপাদনকৃত প্ল্যান্টসমূহকে বিগত ছয়মাসে বিউবো কর্তৃক পরিশোধিত বিল থেকে দেখা যায় যে, অন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ সকল প্ল্যান্টে ব্যবহৃত ফার্নেস অয়েলের মূল্য আনুপাতিকহারে হ্রাস পায়নি। বিউবো দেশে বিদ্যুতের একক ক্রেতা হিসেবে দায়িত্বশীলতার সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ সম্পর্কে কমিশনকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রেরণ করবে বলে কমিশন আশা করে। তাছাড়া জনমনে বিভ্রান্তি দূরীকরণের জন্য বিউবো কর্তৃক আশু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

৪.৫ গ্যাস স্বল্পতার কারণে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্ট বন্ধ ঃ

গ্যাস স্বল্পতার কারণে গ্যাসভিত্তিক ৭৬৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্ট বন্ধ রেখে রেন্টাল ও ক্যুইক রেন্টাল প্ল্যান্টের মেয়াদ বাড়িয়ে বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধির কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে ক্যাব এর পক্ষ থেকে শুনানিতে উল্লেখ করা হয়েছে। জবাবে বিউবো জানায় যে, গ্যাস সরবরাহে ঘাটতি একটি সার্বিক জাতীয় সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে সরকার ও গ্যাস সংস্থার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাস সরবরাহ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিউবো এর মালিকানাধীন মোট ৬৬০ মেগাওয়াট গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্ট আছে। উক্ত প্ল্যান্টসমূহ পূর্ণ ক্ষমতায় চালানোর জন্য যে পরিমাণ গ্যাস প্রয়োজন তা চট্টগ্রামের জন্য নির্ধারিত গ্যাস দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়। সারখারখানা বন্ধ করে মাঝে মাঝে পাওয়ার প্ল্যান্টে গ্যাস সরবরাহ করা হয়। মালঞ্চ থেকে বিউবো কিছু বিদ্যুৎ ক্রয় করে বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে। আর উক্ত পাওয়ার প্ল্যান্টে গ্যাস সরবরাহ করা হয় ইপিজেড এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের কারণে। এটা সরকারি নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত।

৪.৬ মেঘনাঘাট পাওয়ার প্ল্যান্টে ফার্নেস অয়েলের পরিবর্তে হাই স্পিড ডিজেল (HSD) দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ঃ

শুনানিতে ভোক্তা প্রতিনিধিগণ অভিযোগ করেন যে, বেসরকারি খাতের সামিট মেঘনাঘাট পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড এর দ্বৈত জ্বালানী (ফার্নেস অয়েল/গ্যাস) ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টে ফার্নেস অয়েলের পরিবর্তে হাই স্পিড ডিজেল (HSD) দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে এবং সে অনুযায়ী বিউবো বিল পরিশোধ করছে। এতে দাম বেশি পড়ছে। বিউবো এ ব্যাপারে শুনানিতে বা শুনানি-পরবর্তী লিখিত মতামতে কোন ব্যাখ্যা দেয়নি। একটা আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে বেসরকারি খাতের সামিট মেঘনাঘাট পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড এর সাথে ৩৩৫ মেগাওয়াট দ্বৈত জ্বালানী (ফার্নেস অয়েল/গ্যাস) ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি (PPA) স্বাক্ষরিত হয়। এ ব্যাপারে শুনানিকালে জানা যায় যে, চুক্তি স্বাক্ষরের পর ট্যারিফে কোনো পরিবর্তন ছাড়াই ফুয়েল ডেফিনেশন পরিবর্তনপূর্বক চুক্তিতে সংশোধনী আনা হয়েছে। কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স থেকেও দেখা যায় যে, সামিট মেঘনাঘাট পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড এর পাওয়ার প্ল্যান্টটি ফার্নেস অয়েল/গ্যাস ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট। তাই এ বিষয়ে বিউবো এর পক্ষ থেকে কমিশনের নিকট ব্যাখ্যা প্রদান করা প্রয়োজন।

৪.৭ রিটার্ণ অন ইক্যুয়িটি ঃ

ভোক্তাদের জন্য ট্যারিফ সহনীয় রাখার লক্ষ্যে বর্তমানে 'ব্রেক-ইভেন' টার্গেট করে পাইকারি (বাল্ক) ট্যারিফ নির্ধারণ করা হচ্ছে। তাছাড়া এখনো পাইকারি ট্যারিফে সরকারি বাজেটারি সহায়তা রয়েছে। তাই বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/কোম্পানীগুলোকে (যে সকল কোম্পানীর শেয়ার পুঁজিবাজারে অফ-লোড (off-load) করা হয়েছে সেগুলো ব্যতিত) আপাতত কমিশন কর্তৃক রিটার্ণ অন ইক্যুয়িটি বিবেচনা করা হচ্ছে না। তবে ক্রমান্বয়ে কস্ট প্লাস ভিত্তিক ট্যারিফ নির্ধারণ করা কমিশনের লক্ষ্য।

বিউবো তাদের আবেদনে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিমিটেড (এপিএসসিএল) এবং ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (ইজিসিবি) এর নিকট থেকে ক্রয়কৃত বিদ্যুতের ব্যয়ের মধ্যে রিটার্ণ অন ইক্যুয়িটির হার বিদ্যমান ৫% এর পরিবর্তে ১২% বিবেচনা করেছে। উক্ত কোম্পানীসমূহের ক্ষেত্রে পূর্বের হারে রিটার্ণ অন ইক্যুয়িটি বিবেচনা করে বিদ্যুৎ ক্রয়ের ব্যয় নিরূপণ করা যুক্তিসঙ্গত বলে কমিশন মনে করে।

৪.৮ সরকারি বাজেটারি সহায়তা/ভর্তুকি ঃ

বেসরকারি খাতের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের বিপরীতে বিগত কয়েক বছর থেকে সরকারি বাজেটারি সহায়তা হিসেবে বিউবো অর্থ পেয়ে আসছে। এ সহায়তা না থাকলে গ্রাহকপর্যায়ে বিদ্যুতের মূল্যহার সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব হতো না। এরূপ সহায়তা এ বছরও বিবেচনা করা প্রয়োজন। কমিশনের পর্যালোচনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য ৪৩,০০০ মিলিয়ন টাকা সরকারি বাজেটারি সহায়তা/ভর্তুকি বিবেচনা করে ট্যারিফ নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত হবে।

৪.৯ ২৩০ কেভি লেভেলে পাইকারি মূল্যহার নির্ধারণ ঃ

বিতরণ পর্যায়ে ২৩০ কেভি লেভেলে খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণের জন্য বিউবো কর্তৃক কমিশনে আবেদন করা হয়েছে। এ বিষয়টি কমিশন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে বিউবো এর জন্য অতি-উচ্চচাপ সাধারণ ব্যবহার (২৩০ কেভি) এর খুচরা মূল্যহার নির্ধারণের লক্ষ্যে ২৩০ কেভি লেভেলে পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ - ৫ ঃ রাজস্ব চাহিদা (Revenue Requirement)

বিউবো এর পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদন, কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন, শুনানিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য, শুনানি-পরবর্তী মতামত/তথ্য এবং উপরিউক্ত পর্যালোচনা ও বিবেচনার ভিত্তিতে কমিশনের মূল্যায়নে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ক্রয়ের প্রাক্কলন এবং রাজস্ব চাহিদা নিম্নরূপ ধার্য করা হয়েছে ঃ

২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ক্রয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন ইউনিট)

ক্রমিক নং	বিবরণ	নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ক্রয় (মিলিয়ন ইউনিট)
(১)	বিউবো এর নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন –	১২,৬২৭.৮৪
(২)	পাবলিক প্ল্যান্ট (এপিএসসিএল, ইজিসিবি, এসবিইউ হরিপুর, নওপাজেকো এবং আরপিসিএল) থেকে ক্রয় –	৯,৪৯১.৪০
(৩)	আইপিপি থেকে ক্রয় –	৮,৬৫১.৭৮
(৪)	এসআইপিপি থেকে ক্রয় –	৭২৭.১৫
(৫)	রেন্টাল থেকে ক্রয় –	৩,২৭৯.৭৬
(৬)	কুইক রেন্টাল থেকে ক্রয় –	৬,৪৮৫.৭২
(৭)	ভারত থেকে আমদানি/ক্রয় –	৩,২৯২.৮৩
(৮)	**মোট নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন**	**৪৪,৫৫৬.৪৮**
(৯)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধির পরিমাণ	৪,২৬০.৮০
(১০)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধির হার (%)	১০.৫৭%
(১১)	সঞ্চালন লস (%)	২.৭৬%
(১২)	**মোট নীট বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ**	৪৩,৩২৬.৭২

২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)
	বিউবো এর নিজস্ব উৎপাদন ব্যয় ঃ	
(১)	জনবল	৩,১৮৩.২০
(২)	অফিস ও অন্যান্য	৩৫৪.৩৮
(৩)	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩,৬৩৮.১০
(৪)	অবচয়	৬,৮০৭.৭৪
(৫)	প্রশাসনিক ও সাধারণ	১,৩৬৬.৯৮
(৬)	প্রভিশন ফর অ্যাসেট ইন্স্যুরেন্স	১২.০০
(৭)	ফাইনেন্সিয়াল ও অন্যান্য চার্জ	১,২৯১.৫৪
(৮)	এক্সচেঞ্জ রেট ফ্লাকচুয়েশন	(২৫০.০০)
(৯)	ফুয়েল কস্ট	৪১,৮৮৫.৩০
	বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয় ঃ	
(১০)	আইপিপি থেকে ক্রয়	৫২,৫৫৫.১৩
(১১)	এসআইপিপি থেকে ক্রয়	১,৫৮০.৮২
(১২)	রেন্টাল থেকে ক্রয়	১২,৭৫৭.৫২
(১৩)	ক্যুইক রেন্টাল থেকে ক্রয়	৭৩,০১৪.৪৫
(১৪)	পাবলিক প্ল্যান্ট থেকে ক্রয়	৩৩,৭৮৯.১০
(১৫)	ভারত থেকে আমদানি/ক্রয়	১৮,৬৭৭.৬১
(১৬)	**বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড ব্যতিত রাজস্ব চাহিদা**	**২,৫০,৬৬৩.৮৭**
(১৭)	বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড	১০,৪৬০.৭৬
(১৮)	**বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড সহ রাজস্ব চাহিদা**	**২,৬১,১২৪.৬৩**
(১৯)	**সরকারি বাজেটারি সহায়তা ব্যতিত বাল্ক পর্যায়ে ইউনিটপ্রতি সরবরাহ ব্যয়**	**৬.০২৬৮**
(২০)	সরকারি বাজেটারি সহায়তা/ভর্তুকি	৪৩,০০০.০০
(২১)	**সরকারি বাজেটারি সহায়তা/ভর্তুকি বিবেচনায় রাজস্ব চাহিদা**	**২,১৮,১২৪.৬৩**
(২২)	**সরকারি বাজেটারি সহায়তা/ভর্তুকি বিবেচনায় বাল্ক পর্যায়ে ইউনিটপ্রতি সরবরাহ ব্যয়**	**৫.০৩৪৪**
	চলতি পরিচালন আয় ঃ	
(২৩)	বাল্ক বিদ্যুৎ বিক্রয় থেকে আয়	২,০২,৩৩৫.৭৯
(২৪)	অন্যান্য পরিচালন আয়	৫,৭০৭.৫২
(২৫)	**মোট চলতি পরিচালন আয়**	**২,০৮,০৪৩.৩১**
(২৬)	বর্ণিত সরকারি বাজেটারি সহায়তা/ভর্তুকি বিবেচনায় বর্তমান বাল্ক মূল্যহারে রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ	১০,০৮১.৩২
(২৭)	বর্তমান বাল্ক মুল্যহারে ইউনিটপ্রতি বিদ্যুৎ বিক্রয় থেকে আয়	৪.৬৭
(২৮)	ইউনিটপ্রতি অন্যান্য পরিচালন আয়	০.১৩
(২৯)	**ইউনিটপ্রতি মোট চলতি পরিচালন আয়**	৪.৮০
(৩০)	বর্ণিত সরকারি বাজেটারি সহায়তা/ভর্তুকি বিবেচনায় বর্তমান বাল্ক মুল্যহারে ইউনিটপ্রতি রাজস্ব ঘাটতি	০.২৩
(৩১)	ইউনিটপ্রতি প্রয়োজনীয় গড় বাল্ক মূল্যহার	৪.৯০
(৩২)	গড় বাল্ক মুল্যহার বৃদ্ধির হার (%)	৪.৯৩%

উপরের ছকে প্রদত্ত তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে, সরকারি বাজেটারি সহায়তা ব্যতিত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিউবো এর মোট রাজস্ব চাহিদার পরিমাণ ২,৬১,১২৪.৬৩ মিলিয়ন টাকা। সরকারি বাজেটারি সহায়তা বা ভর্তুকি বিবেচনা না করলে গড় বাল্ক বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যয় দাঁড়াবে প্রায় ৬.০৩ টাকা/কি.ও.ঘ. যা গ্রাহকপর্যায়ে বহন করা খুবই দুঃসাধ্য হবে। তাই বছরে ৪৩,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা সরকারি বাজেটারি সহায়তা বা ভর্তুকি বিবেচনায় রাজস্ব চাহিদা দাঁড়ায় ২,১৮,১২৪.৬৩ মিলিয়ন টাকা। সে মোতাবেক বাল্ক পর্যায়ে গড় সরবরাহ ব্যয় প্রায় ৫.০৩ টাকা/কি.ও.ঘ.।

বর্তমান বাল্ক মূল্যহারে বাল্ক বিদ্যুৎ বিক্রয় এবং অন্যান্য পরিচালন আয় বাবদ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিউবো এর মোট চলতি পরিচালন রাজস্ব ২,০৮,০৪৩.৩১ মিলিয়ন টাকা বা ৪.৮০ টাকা/কি.ও.ঘ.। এর মধ্যে বাল্ক বিদ্যুৎ বিক্রয় থেকে আয় ৪.৬৭ টাকা/কি.ও.ঘ. এবং অন্যান্য পরিচালন আয় ০.১৩ টাকা/কি.ও.ঘ.। এমতাবস্থায়, উপরে উল্লিখিত ৪৩,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা সরকারি বাজেটারি সহায়তা বা ভর্তুকি বিবেচনায় মোট রাজস্ব ঘাটতি দাঁড়ায় ১০,০৮১.৩২ মিলিয়ন টাকা বা প্রায় ০.২৩ টাকা/কি.ও.ঘ.। সে মোতাবেক ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিউবো এর বর্তমান গড় পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার ৪.৬৭ টাকা/কি.ও.ঘ. থেকে ৪.৯৩% বা ০.২৩ টাকা/কি.ও.ঘ. বৃদ্ধি করে ৪.৯০ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণের প্রয়োজন হবে।

অনুচ্ছেদ - ৬ ঃ কমিশনের আদেশ

সার্বিক বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে কমিশন আদেশ প্রদান করছে যে-

(১) বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার নির্ধারণে বছরে ৪৩,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা সরকারি বাজেটারি সহায়তা বা ভর্তুকি বিবেচনায় বিউবো এর রাজস্ব চাহিদা ২,১৮,১২৪.৬৩ মিলিয়ন টাকায় স্থির করা হলো। এ রাজস্ব চাহিদা অর্জন বিবেচনায় বিউবো এর বিদ্যুতের বর্তমান গড় পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার ৪.৬৭ টাকা/কি.ও.ঘ. হতে গড়ে ০.২৩ টাকা/কি.ও.ঘ. অর্থাৎ ৪.৯৩% বৃদ্ধি করে ৪.৯০ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করা হলো।

(২) বিউবো এর বিতরণ অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে ২৩০ কেভি লেভেলে বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার ৪.৯৮ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করা হলো।

(৩) বিদ্যুতের পুনর্নির্ধারিত পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার বিল মাস সেপ্টেম্বর ২০১৫ হতে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে। মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি এ আদেশের অংশ হিসেবে পরিশিষ্ট-'ক' এ সংযুক্ত করা হলো। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তি-এ সকল বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী/পবিস এর জন্য ৩৩ কেভি লেভেলে পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার নির্ধারণের পাশাপাশি পূর্বের ধারাবাহিকতায় ১৩২ কেভি লেভেলে পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার প্রদর্শন করা হলো। তবে বিউবো এবং ডিপিডিসি ব্যতিত অন্যান্য বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী/পবিস এর ক্ষেত্রে ১৩২ কেভি লেভেলের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার কমিশনের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হবে।

অনুচ্ছেদ - ৭ ঃ কমিশনের নির্দেশনাবলী

(১) বিইআরসি আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩২ মোতাবেক কমিশনের পূর্বসম্মতি ব্যতিত বিউবো, ক্রয় বা অন্য কোনভাবে আন্ডারটেকিং অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ বা সরবরাহের কোনো স্থাপনা বা অংশবিশেষ অর্জন করিবে না এবং তার কোনো আন্ডারটেকিং বা উহার কোনো অংশ বিক্রয়, বন্ধক, লীজ, বিনিময় বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করিবে না।

(২) বিউবো Least Cost Generation Expansion Plan প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে যাতে ভোক্তারা সহনীয় মূল্যে বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করতে পারে।

(৩) বিউবো বিদ্যুৎ উৎপাদনে Economic Load Despatch/Merit Order Load Despatch Principle অনুসরণ করবে এবং তা বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর কমিশনকে অবহিত করবে।

(৪) ফার্নেস অয়েল/গ্যাস ভিত্তিক সামিট মেঘনাঘাট পাওয়ার প্ল্যান্টের সাথে বিউবো কর্তৃক সম্পাদিত বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির ফুয়েল পরিবর্তন বিষয়ে বিউবো বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আগামী ২(দুই) মাসের মধ্যে মতামতসহ কমিশনে একটি প্রতিবেদন পেশ করবে।

(৫) বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরাসরি তেল আমদানিপূর্বক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্ববাজারে তেলের মূল্য হ্রাসের প্রভাব যথাযথভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে বিউবো তেলের মূল্য যাচাই প্রক্রিয়াসহ বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আগামী ২(দুই) মাসের মধ্যে মতামতসহ কমিশনে একটি প্রতিবেদন পেশ করবে।

(৬) বিউবো তার আওতাধীন সকল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং উপকেন্দ্রসহ বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় যন্ত্রপাতির কারিগরি দুর্বলতা/ত্রুটি চিহ্নিত করতঃ সেগুলো নিরসনে যথাযথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং কমিশনকে অবহিত করবে।

(৭) বিউবো প্রতিবছর তার মালিকানাধীন (অধীনস্ত উৎপাদন কোম্পানীসহ) সকল বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্টের এনার্জি অডিট সম্পাদন করতঃ কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল করবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সুপারিশ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ কমিশনকে অবহিত করবে।

(৮) বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সঞ্চালন সিস্টেমের সামঞ্জস্যতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বিউবো তার বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্প্রসারণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়ে পিজিসিবি এর সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করবে এবং এ বিষয়ে গৃহিত ব্যবস্থা ষান্মাসিক ভিত্তিতে কমিশনকে অবহিত করবে।

(৯) বিউবো বিদ্যুৎ উৎপাদন অংশে তার সকল স্থাপনায় (অফিস, আবাসিক কোয়ার্টার, স্কুল, রেস্ট হাউজ, ইত্যাদি) ব্যবহৃত বিদ্যুতের বিল যথাযথ শ্রেণির মূল্যহার অনুযায়ী যথাসময়ে পরিশোধ/আদায় করবে।

(১০) সকল পর্যায়ে ব্যয়-সাশ্রয়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এতদ্‌বিষয়ে বিউবো কর্তৃক গৃহিত ব্যবস্থা, অর্জিত/অর্জিতব্য সুফলসহ আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ এর মধ্যে কমিশনকে অবহিত করতে হবে।

(১১) বিউবো এর কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক জমাকৃত এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধার জন্য দেয় জিপিএফ, সিপিএফ, গ্র্যাচুয়িটি এবং পেনশন খাতে সংগৃহিত সমুদয় অর্থ খাতভিত্তিক পৃথক ফান্ড/ব্যাংক হিসাব এ জমা/স্থানান্তর করতে হবে। জমাকৃত অর্থের বিপরীতে প্রাপ্ত সুদও এ ফান্ডের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

(১২) বিউবো তার বিদ্যুৎ উৎপাদন অংশে অতি-সত্বর কমিশন কর্তৃক প্রণীত অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি (Uniform System of Accounts) চালু করবে এবং এতে বর্ণিত নির্দেশনাবলী অনুসরণপূর্বক প্রতিবছর হিসাবরক্ষণ নিশ্চিত করবে।

(১৩) বিউবো বিদ্যুৎ উৎপাদন অংশে তার মালিকানাধীন সকল সম্পদের একটি পূর্ণাঙ্গ ফিক্সড অ্যাসেট (fixed asset) রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবে এবং অর্থবছর শেষে হালনাগাদ অবস্থা ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কমিশনে দাখিল করবে। উক্ত ফিক্সড অ্যাসেট রেজিষ্টারে সম্পদের বিবরণ, অবস্থান, সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তির তারিখ, কস্ট, সংযোজন, ব্যবহার্য আয়ুষ্কাল, অবচয়ের হার, অবচয়ের পরিমাণ, রিটায়ারমেন্ট, ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে।

২৭/০৮/২০১৫

(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

২৭/৮/২০১৫

(মোঃ মাকসুদুল হক)
সদস্য

২৭/৮/২০১৫

(প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন)
সদস্য

Salim Mahmud
২৭/৮/২০১৫

(ড. সেলিম মাহমুদ)
সদস্য

২৭/৮/১৫

(এ আর খান)
চেয়ারম্যান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা) ১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

গণবিজ্ঞপ্তি

নং ঃ বিইআরসি/ট্যারিফ/বিএসটি-০৫/বিউবো/অংশ-০১/৩০৫৭ তারিখ ঃ ২৭ আগস্ট ২০১৫

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(খ) ও ৩৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) কর্তৃক বিভিন্ন বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী/বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-বাপবিবো (তার আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-পবিসসমূহ) কে সরবরাহকৃত বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার বিল মাস সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে নিম্নোক্তভাবে পুনর্নির্ধারণ করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	সংস্থাসমূহ	অনুমোদিত পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার টাকা/কি.ও.ঘ.
১	২	৩	৪
(১)	শ্রেণি : জি-১	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি) (ক) ১৩২ কেভি (খ) ৩৩ কেভি	 ৫.৬৮ ৫.৮৫
(২)	শ্রেণি : আই-১	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) (ক) ১৩২ কেভি (খ) ৩৩ কেভি	 ৪.১৭ ৪.২৩*
(৩)	শ্রেণি : আই-২	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড (ডেসকো) (ক) ১৩২ কেভি (খ) ৩৩ কেভি	 ৫.৬৮ ৫.৮৫
(৪)	শ্রেণি : আই-৩	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো) (ক) ১৩২ কেভি (খ) ৩৩ কেভি	 ৪.৫৮ ৪.৬৪

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	সংস্থাসমূহ	অনুমোদিত পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার টাকা/কি.ও.ঘ.
১	২	৩	৪
(৫)	শ্রেণি : আই-৪	**বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিতরণ অঞ্চলসমূহ**	
		(ক) ২৩০ কেভি	৪.৯৮
		(খ) ১৩২ কেভি	৫.০৬
		(গ) ৩৩ কেভি	৫.১২

*গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে রেয়াতি মূল্যহার স্থির করা হয়েছে। বিউবো সকল পবিস-কে ধার্যকৃত এই পাইকারি মূল্যহারে বিল করবে। রেয়াতি সুবিধার বণ্টনের লক্ষ্যে পবিসসমূহের আর্থিক, ভৌগলিক ও অন্যান্য প্রেক্ষিত বিবেচনা করে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত/অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসারে বাপবিবো সচ্ছল পবিস থেকে রেয়াতি মূল্যহার বাবদ অর্থ গ্রহণ করবে এবং প্রাপ্ত অর্থ অ-সচ্ছল পবিসসমূহের মধ্যে বণ্টন করবে।

২। সকল বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী/পবিস এর জন্য ৩৩ কেভি লেভেলে পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার নির্ধারণের পাশাপাশি পূর্বের ধারাবাহিকতায় ১৩২ কেভি লেভেলে পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার প্রদর্শন করা হলো। তবে বিউবো এবং ডিপিডিসি ব্যতিত অন্যান্য বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী/পবিস এর ক্ষেত্রে ১৩২ কেভি লেভেলের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার কমিশনের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হবে।

৩। পাইকারি বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য বিদ্যমান শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

৪। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এ আদেশ বলবৎ থাকবে।

29/08/২০১৫
(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

29/8/2015
(মোঃ মাকসুদুল হক)
সদস্য

29/8/2015
(প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন)
সদস্য

29/8/2015
(ড. সেলিম মাহমুদ)
সদস্য

29/8/15
(এ আর খান)
চেয়ারম্যান